EKDIN, VOL. 18, ISSUE NO. 50, KOLKATA, MONDAY 29 JULY 2024, PAGE 8

কলকাতা ২৯ জুলাই ২০২৪

সাতবারের চ্যাম্পিয়ন ভারতকে হারিয়ে শ্রীলঙ্কার প্রথম শিরোপা

নিজস্ব প্রতিনিধি: মেয়েদের এশিয়া কাপ ক্রিকেট মানেই ভারতের আধিপত্য। টুর্নামেন্টের ৮ আসরের ৭টিতেই চ্যাম্পিয়ন তারা। ২০১৮ সালে বাংলাদেশের ঐতিহাসিক জয় বাদ দিলে এশীয় শ্রেষ্ঠত্বের লড়াইয়ে ভারতীয় নারী দলের ধারেকাছে কেউ ছিল না।

আজ ডাম্বুলায় স্বাগতিক শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে ফাইনালেও ফেবারিট ছিল ভারতই। কিন্তু এবার হলো উল্টোটা। গ্যালারি ভর্তি লঙ্কান দর্শকদের উৎসবে মাতিয়ে চ্যাম্পিয়ন হয়েছে শ্রীলঙ্কার মেয়েরা।

স্মৃতি মান্ধানার ৬০ রানের সৌজন্যে ভারতের ৬ উইকেটে করা ১৬৫ রান ১৮.৪ ওভারে মাত্র ২ উইকেট হারিয়েই টপকে যায় শ্রীলঙ্কা নারী দল। চামিরা আতাপাত্তুর ৬১ রানের পর হারশিতা সামারাবিক্রমার অপরাজিত ৬৯ রানের ইনিংসে ৮ উইকেটের স্মরণীয় জয়ে লঙ্কানদের মেয়েদের হাতে উঠেছে প্রথম এশিয়া কাপের শিরোপা।

মেয়েদের ক্রিকেটে শ্রীলঙ্কার ব্যাটিং মানেই চামিরা আতাপাত্তু। এবারের এশিয়া কাপে তিনি একাই টানছিলেন লঙ্কান ব্যাটিং। মহাগুরুত্বপূর্ণ ফাইনাল ম্যাচের রান তাড়ায়ও জ্বলে উঠেছে তাঁর ব্যাট।

ইনিংসের দ্বিতীয় ওভারেই ভিশমি গুনারত্নে রান আউট, দলের রান তখন মাত্র ৭। এরপর তিনে নামা হারশিতা সামারাবিক্রমার সঙ্গে ৬৩ বলে ৮৭ রান যোগ করেন আতাপাত্তু। ১২তম ওভারে দিপ্তি শর্মার নিচু হয়ে আসা বলে লেগের দিকে খেলতে গিয়ে বোল্ড হওয়ার আগে তাঁর ব্যাট থেকে আসে ৪৩ বলে ৬১ রান। ১৪১ স্ট্রাইক রেটের ইনিংসে ৯টি চার ও ২টি ছক্কা মেরেছেন তিনি।

এবারের এশিয়া কাপে এটি আতাপাত্তুর দ্বিতীয় ফিফটি। একটি শতকও আছে এই বাঁহাতির। বিস্ফোরক ইনিংসের সৌজন্যে এশিয়া কাপে আতাপাত্তুর রান তিন শ (৩০৪) ছাড়িয়ে গেছে।

বাকি কাজটা করেছেন সামারাবিক্রমা। মাঝের ওভারে ধরে খেলেছেন, সুযোগ বুঝে খুঁজে নেন বাউন্ডারিও। কাভিশা দিলহারির সঙ্গে ৭৩ রানের জুটি গড়ে দলের জয় নিশ্চিত করে মাঠ ছেড়েছেন সামারাবিক্রমা। নিজে করেছেন ৫১ বলে অপরাজিত ৬৯ রান। ১৩৫ স্ট্রাইক রেটের ম্যাচ জেতানো ইনিংসে ৬টি চার ও ২টি ছক্কা মেরেছেন এই বাঁহাতি।

বিস্ফোরক ব্যাটিংয়ে কাভিশা অপরাজিত ছিলেন ১৬ বলে ৩০ রানে, ১টি চার ও ২টি ছক্কা ছিল তাঁর ১৮৭ স্ট্রাইক রেটের ইনিংসে। দুজনের ব্যাটে চড়ে ৮ বল বাকি থাকতেই জয়ের বন্দরে পৌঁছে যায় শ্রীলঙ্কা।

এর আগে ব্যাটিংয়ে ভারতকে দারুণ শুরু এনে দিয়েছিলেন দুই ওপেনার স্মৃতি মান্ধানা ও শেফালি বর্মা। দুজন মিলে পাওয়ার প্লেতে ৪৪ রান যোগ করেন। মান্ধানা ছিলেন আক্রমণাত্মক, শেফালি খেলেছেন ধরে। কাভিশা দিলহারির করা পাওয়ার প্লের পরের ওভারে থামে শেফালির ১৯ বলে ১৬ রানের ইনিংস।

উদ্বোধনী জুটির করে দেওয়া সুবিধাটা অবশ্য কাজে লাগাতে পারেননি ভারতের পরের দুই ব্যাটার উমা ছেত্রি (৯) ও হারমানপ্রিত কৌর (১১)। তবে মান্ধানার সঙ্গে ২৬ বলে ৪১ রানের জুটি গড়েন জেমিমাহ রদ্রিগেজ। ইনিংসের ১৭তম ওভারে জেমিমাহ ১৬ বলে ২৯ করে রান আউট হলে ভাঙে সেই জুটি।

কাভিশার করা পরের ওভারে থেমে যায় মান্ধানার ইনিংসও। ৪৭ বলে ১০ চারে ৬০ রান করেন এই বাঁহাতি ওপেনার। ভারতের রান তখন ৫ উইকেটে ১৩৩। সেখান থেকে দলের রান দেড় শর ওপারে নিতে সাহায্য করেন রিচা ঘোষ। তাঁর ১৪ বলে ৩০ রান আসে ৪টি চার ও ১ ছক্কায়। ৪ ওভারে ৩৬ রানে ২ উইকেট নেওয়া কাভিশা ছিল শ্রীলঙ্কার সেরা বোলার।

সংক্ষিপ্ত স্কোর

ভারত নারী দল ২০ ওভারে ১৬৫/৬
(মান্ধানা ৬০, রিচা ৩০, জেমিমা ২৯; কাভিশা ২/৩৬, সাচিনি ১/২০ প্রাবোধানি ১/২৭, আতাপাত্তু ১/২৮)।

শ্রীলঙ্কা নারী দল ১৮.৪ ওভারে ১৬৭/২ (হার্শিতা ৬৯*, আতাপাত্তু ৬১, কাভিশা ৩০*; রেদিপ্তি ১/৩০)

ফল শ্রীলঙ্কা নারী দল ৮ উইকেটে জয়ী।

ম্যাচসেরা হার্শিতা সামারাবিক্রমা।
টুর্নামেন্টসেরা চামারি আতাপাত্তু।

প্যারিসে ডানা মেললেন বাইলস, পায়ের চোট নিয়েও যোগ্যতা অর্জন পর্বে শীর্ষে আমেরিকার জিমন্যাস্ট

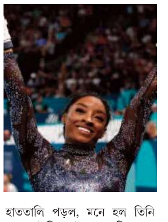

নিজস্ব প্রতিনিধি: অলিম্পিক্সের দ্বিতীয় দিনেই দেখা গেল সিমোন বাইলসকে। সেই পুরনো বাইলসকে। ২০১৬ রিয়ো অলিম্পিক্সের বাইলসকে। প্যারিসে ডানা মেললেন তিনি। পায়ের চোট নিয়েও যোগ্যতা অর্জন পর্বে আমেরিকাকে টানলেন বাইলস। ব্যক্তিগত স্কোরে সকলের উপরে শেষ করেছেন তিনি।

জিমন্যাস্টিক্সে দলগত প্রতিযোগিতায় যোগ্যতা অর্জন পর্বে দাপট দেখিয়েছে আমেরিকা। চারটি আলাদা আলাদা বিভাগে সব মিলিয়ে তাদের পয়েন্ট ১৭২.২৯৬। দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে ইটালি (১৬৬.৮৬১)। তিন নম্বরে চিন (১৬৬.৬২৮)। ব্যক্তিগত স্কোরে সকলের উপরে বাইলস। তাঁর স্কোর ৫৯.৫৬৬। বাইলসের দলেরই সুনি লির স্কোর ৫৬.১৩২। তিন নম্বরে জর্ডন চিলেস। তাঁর স্কোর ৫৬.০৬৫। কিন্তু তিনি অলরাউন্ড ফাইনালে উঠতে পারেননি। কারণ, সেই ইভেন্টে প্রতিটি দেশ থেকে দু'জন প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। বাইলসের সঙ্গে সেই ইভেন্টে দেখা যাবে সুনিকে।

তিন বছর আগে ছবিটা এ রকম ছিল না। টোকিয়োয় মহিলাদের দলগত ফাইনালের মাঝপথে সরে দাঁড়ান বাইলস। ব্যক্তিগত কয়েকটি ইভেন্টেও নামেননি তিনি। বাইলস জানিয়েছিলেন, 'টুইস্টিস' (জিমন্যাস্টেরা হাওয়ায় নিজের অবস্থান বুঝতে পারেন না। ফলে ল্যান্ডিংয়ে সমস্যা হয়। জিমন্যাস্টেরা এই সমস্যাকে এই নামেই ডাকেন)-এর সমস্যা হয়েছে তাঁর। রবিবার বাইলসকে দেখে মনে হল, সেই সমস্যা স্যেন নদীর জলে ছুড়ে ফেলে এসেছেন তিনি।

প্যারিসের বার্সি এরিনায় ২৭ বছরের বাইলস ঢোকার পরেই যে হাততালি পড়ল, মনে হল তিনি হয়তো ইতিমধ্যেই কয়েকটি সোনা জিতে গিয়েছেন। সমর্থকদের নিরাশ করেননি তিনি। প্রথমেই ব্যালান্স বিমে দাপট দেখালেন। বাইলসের রুটিনে কোনও ভুল চোখে পড়েনি। ১৪.৭৩৩ স্কোর করেন তিনি।

তার পরে ফ্লোর ইভেন্টে নামেন বাইলস। সেখানেই তাঁর পায়ে চোট লাগে। বাঁ পায়ের গোড়ালিতে টেপ বাঁধা ছিল। গোড়ালি কিছুটা ফুলেও ছিল। তাতে অবশ্য কোনও সমস্যা হয়নি বাইলসের। সেই অবস্থাতেই ফ্লোর ইভেন্টে ১৪.৬৬৬ স্কোর করেন তিনি। ফ্লোর থেকে বাইলস যখন বেরিয়ে আসছেন তখন তাঁর কাছে যান কোচ কেসিলে লান্ডি। ১৯৯৬ সালে ফ্রান্সের হয়ে অলিম্পিক্সে নেমেছিলেন তিনি। লান্ডিতে বাইলস জানান, ঠিক আছেন তিনি।

তৃতীয় ইভেন্ট ছিল ভল্ট। সেখানে তিনি কেমন করেন সে দিকেই নজর ছিল সকলের। বিশেষ করে যখন নিজের মার্কে তিনি যাচ্ছিলেন, তখন বেশ কিছু ক্ষণ খোঁড়াতে দেখা যায় তাঁকে। কিন্তু ফল্টের সময় সে সব উধাও। নিজের পরিচিত ইয়ুরচেঙ্কো ভল্ট দিতে দেখা যায় তাঁকে। তবে ল্যান্ডিংয়ের সময় একটু সমস্যা হয়। শরীরের ভারসাম্য ধরে রাখতে কয়েক পা পিছিয়ে যেতে হয় তাঁকে। ভল্ট ইভেন্টে ১৫.৮০০ স্কোর করেন বাইলস।

আমেরিকার জিমন্যাস্টের শেষ ইভেন্ট ছিল আনইভেন বার। সেখানে তিনি ১৪.৪৩৩ স্কোর করেন। চারটি ইভেন্ট শেষ হওয়ার পরে চওড়া হাসি দেখা যায় বাইলসের মুখে। গ্যালারিতে বসে থাকা বাবা ও মায়ের দিকে হাত নাড়েন। তাঁর চোট নিয়ে মুখ খোলেন লান্ডি। তিনি বলেন, তপ্যারিসে আসার আগে অনুশীলনে চোট পেয়েছিল বাইলস। ধীরে ধীরে সুস্থ হয়ে উঠছে ও। যোগ্যতা অর্জন পর্বের শুরুতে একটু সমস্যা হলেও যত সময় গড়িয়েছে, ছন্দ ফিরে পেয়েছে বাইলস।দ

দেশকে শীর্ষে তুলে যখন বাইলস বেরিয়ে যাচ্ছেন, তখনও গোটা এরিনায় তাঁর নামে জয়ধ্বনি। যদিও ছাত্রীকে নিয়ে পুরো সন্তুষ্ট হতে পারছেন না লান্ডি। তিনি বলেন, তবাইলস ভাল করেছে। ৫৯.৫ ভাল স্কোর। কিন্তু খুব ভাল নয়। এর থেকেও ভাল করার ক্ষমতা ওর আছে।দ কোচের কথা শুনে মুচকি হাসেন বাইলস। হয়তো এখানে নিজের সেরাটা দেননি তিনি। সেটা রেখে দিয়েছেন সোনার জন্য। ২০১৬ রিয়ো অলিম্পিক্সে চারটি সোনা জিতেছিলেন। সেই কীর্তি হয়তো আর এক বার করতে চান তিনি। ব্যক্তিগত ভল্ট ও আনইভেন বারের পাশাপাশি অলরাউন্ড ও দলগত ইভেন্টেও তো নামবেন তিনি। আরও এক বার কি চার সোনা নিয়ে দেশে ফিরবেন বাইলস। যে ভাবে যোগ্যতা অর্জন পর্বেই তিনি ডানা মেললেন তাতে কিন্তু সেই ইঙ্গিতই পাওয়া যাচ্ছে।

'রেস অব দ্য সেঞ্চুরি'তে লেডিকিকে হারিয়ে ইতিহাসে টিটমাস

নিজস্ব প্রতিনিধি: অলিম্পিকের আদিকাল থেকেই সাঁতারের লড়াই মানে যুক্তরাষ্ট্র ও অস্ট্রেলিয়ার দ্বৈরথ। যে দ্বৈরথে তুমুল প্রতিদ্বন্দ্বিতা করলেও ১৯৫৬ সালের মেলবোর্ন অলিম্পিকের পর আর সাঁতারের পদক তালিকায় যুক্তরাষ্ট্রের ওপরে উঠতে পারেনি অস্ট্রেলিয়া। তবে এবার যুক্তরাষ্ট্রের সেই রাজত্বে হানা দেওয়ার প্রত্যয় নিয়ে গতকাল সাঁতারের প্রথম দিনটি শুরু করেছিল অস্ট্রেলিয়া। অন্তত প্রথম দিনে তারা সফল। প্যারিস লা ডিফেনসে অ্যারেনার পুলে কাল ৪টি সোনার পদকের নিষ্পত্তি হয়েছে। এর মধ্যে দুটি জিতে যুক্তরাষ্ট্রের চেয়ে এগিয়ে আছে অস্ট্রেলিয়া। একটি করে সোনা জিতেছে যুক্তরাষ্ট্র ও জার্মানি।

অলিম্পিক সাঁতারে যুক্তরাষ্ট্র ও অস্ট্রেলিয়ার লড়াইয়ে এবার নতুন মাত্রা যোগ করেছেন কেটি লেডিকি ও আরিয়ার্না টিটমাস। ২০১৬ সালে রিও অলিম্পিকে বিশ্ব রেকর্ড গড়ে মেয়েদের ৪০০ মিটার ফ্রিস্টাইলে সোনা জিতেছিলেন যুক্তরাষ্ট্রের লেডিকি। টোকিও বিশ্বকাপে আর শ্রেষ্ঠত্ব ধরে রাখতে পারেননি তিনি। করোনা ভাইরাস মহামারির কারণে এক বছর পিছিয়ে ২০২১ সালে হওয়া অলিম্পিকে এই ইভেন্টে সোনা জেতেন অস্ট্রেলিয়ার টিটমাস।

এবারের অলিম্পিকে লেডিকি তাই প্যারিসে পা রেখেছেন সোনার পদক পুনরুদ্ধারের মিশন নিয়ে, আর টিটমাসের লক্ষ্য ছিল সোনার পদক ধরে রাখা। সব মিলিয়ে এ দুজন পুলে নামার আগেই সাঁতারের জগতে খুব হইচই পড়ে গিয়েছিল মেয়েদের ৪০০ মিটার ফ্রিস্টাইল ইভেন্ট নিয়ে। কেউ কেউ তো এটাকে আখ্যা দেন 'রেস অব দ্য সেঞ্চুরি' বলে। সেই রেস অব দ্য সেঞ্চুরি জিতে কাল ইতিহাসের পাতায় নিজের নামটি লিখিয়ে নিয়েছেন টিটমাস।

প্রথম নারী হিসেবে প্রায় ১০০ বছরের মধ্যে ৪০০ মিটার ফ্রিস্টাইল সাঁতারে টানা দুই অলিম্পিকে সোনা জিতেছেন টিটমাস। আর ডন ফ্রেজারের পর প্রথম অস্ট্রেলিয়ান নারী হিসেবে সাঁতারের যেকোনো ইভেন্টে টানা দুবার অলিম্পিক সোনা জয়ের কীর্তিও গড়েছেন তিনি। ফ্রেজার ১৯৫৬ থেকে ১৯৬৪ পর্যন্ত টানা তিন অলিম্পিকে জিতেছিলেন ১০০ মিটার ফ্রিস্টাইলের সোনা। টিটমাসের এমন কীর্তি গড়ার রাতে একদমই ম্লান ছিলেন লেডিকি। কানাডার ১৭ বছর বয়সী সাঁতারু ম্যাকিন্টোসেরও পেছনে থেকে ব্রোঞ্জ জিতেছেন পুলে আধিপত্য ধরে রাখার যুক্তরাষ্ট্রের মিশনের অন্যতম এই ভরসা।

টিটমাস সোনার পদক জিততে সময় নিয়েছেন ৩ মিনিট ৫৭.৪৯ সেকেন্ড। ৩ মিনিট ৫৮.৩৭ সেকেন্ড সময় নিয়ে রুপা জিতেছেন ম্যাকিন্টোস। লেডিকি ব্রোঞ্জ জিতেছেন ৪ মিনিট ০.৮৬ সেকেন্ডে সাঁতার শেষ করে। অলিম্পিকে এটি ছিল তাঁর ১১ নম্বর পদক।

শুধু টিটমাসের কাছে লেডিকির হারই নয়, প্যারিসে সাঁতারের প্রথম দিনটিই ছিল আসলে অস্ট্রেলিয়ার। মেয়েদের ৪ গুণিতক ১০০ মিটার ফ্রিস্টাইল রিলেতেও সোনা জিতেছে তারা। সেটাও আবার নতুন অলিম্পিক রেকর্ড গড়ে। রিলেতে সোনা জিততে অস্ট্রেলিয়ার মেয়েরা সময় নিয়েছে ৩ মিনিট ২৮.৯২ সেকেন্ড। ৩ মিনিট ৩০.২০ সেকেন্ড সময় নিয়ে রুপা জিতেছে যুক্তরাষ্ট্র। এই ইভেন্টে ব্রোঞ্জ জিতেছে চীন।

ছেলেদের ৪ গুণিতক ১০০ মিটার ফ্রিস্টাইল রিলেতে অবশ্য ৩ মিনিট ০৯.২৮ সেকেন্ড সময় নিয়ে সোনা জিতেছে যুক্তরাষ্ট্র। ৩ মিনিট ১০.৩৫ সেকেন্ড সময় নিয়ে রুপা জিতেছে অস্ট্রেলিয়া। ব্রোঞ্জ জিততে ইতালির সাঁতারুরা সময় নিয়েছেন ৩ মিনিট ১০.৭০ সেকেন্ড।

২৪ বলে ফিফটি স্টোকসের, ৭.২ ওভারে ৮৭ রান তুলে জিতল ইংল্যান্ড

নিজস্ব প্রতিনিধি: বার্মিংহামের এজবাস্টনে রান তাড়ায় ইংল্যান্ডের ৬ ওভার শেষ হওয়ার পর ক্রিকইনফোর বল বাই বল কমেন্ট্রিতে এক পাঠক মন্তব্য করলেন, 'ইংল্যান্ডের দারুণ এক পাওয়ারপ্লে শেষ হলো।' ইংল্যান্ড কার সঙ্গে কোন সংস্করণে খেলছে, সেটি জানা না থাকলে আপনি ধরে নিতেই পারেন, টি-টোয়েন্টির কথা হচ্ছে। আদতে সেটি নয়।

এজবাস্টনে ইংল্যান্ড টেস্টই খেলছিল। তাতে তৃতীয় দিন জয়ের লক্ষ্য ছিল ৮২ রান। ৭.২ ওভারেই সেটি পেরিয়ে গেছে স্বাগতিকেরা, মানে ওভারপ্রতি তুলেছে ১১.৫৯ রান! টেস্টে রান তাড়ায় কমপক্ষে ৮০ রানের লক্ষ্যে এত দ্রুতগতিতে তুলে এর আগে জেতেনি কোনো দল।

ক্যারিয়ারে দ্বিতীয়বার ইনিংস ওপেন করতে এসে ইংল্যান্ড অধিনায়ক বেন স্টোকস খেলেছেন ২৮ বলে ৫৫ রানের ইনিংস, বেন ডাকেট অপরাজিত থাকেন ১৬ বলে ২৫ রানে। দুজন মিলে মেরেছেন ১৩টি চার ও ২টি ছক্কা। ১০ উইকেটে জিতে ওয়েস্ট ইন্ডিজকে তিন ম্যাচ সিরিজে ধবলধোলাইও নিশ্চিত করেছে ইংল্যান্ড।

চোট পেয়ে উঠে যাওয়া জ্যাক ক্রলির জায়গায় স্টোকস ইনিংস ওপেন করতে আসবেন, সেটি বোঝা যাচ্ছিল দ্বিতীয় ইনিংসে ওয়েস্ট ইন্ডিজ ১৭৫ রানে অলআউট হয়ে যাওয়ার পরই। স্টোকস মাঠ ছেড়েছিলেন দৌড়াতে দৌড়াতে। প্রথম বলে স্ট্রাইক নেন তিনিই, আলজারি জোসেফের প্রথম ওভারে মারেন দুটি চার। একমাত্র পঞ্চম ওভার ছাড়া ইংল্যান্ডের প্রতি ওভারেই ছিল বাউন্ডারি।

শামার জোসেফকে ছক্কা মেরে স্টোকস ফিফটি পূর্ণ করেন মাত্র ২৪ বলে। বলের হিসাবে টেস্ট ইতিহাসের যৌথভাবে তৃতীয় দ্রুততম ও ইংল্যান্ডের দ্রুততম ফিফটি এটি। ৯টি চারের সঙ্গে স্টোকস মারেন ২টি ছক্কাও।

এর আগে মিকাইল লুইস ও কাভেম হজের ফিফটির পরও মার্ক উডের তোপে পড়ে ১৭৫ রানেই দ্বিতীয় ইনিংসে গুটিয়ে যায় ওয়েস্ট ইন্ডিজ।

অ্যালিক অ্যাথানাজকে ফিরিয়ে দিনের প্রথম ব্রেকথ্রু এনে দেন শোয়েব বশির। চতুর্থ উইকেটে হজ ও লুইস ৭৮ বলেই যোগ করেন ৭২ রান, দুজন পাল্টা আক্রমণ করছিলেন দারুণভাবেই। ৫৭ রান করা লুইসকে ফিরিয়ে সে জুটি ভাঙেন স্টোকস। হজ একপ্রান্ত আগলে রেখেছিলেন বটে, কিন্তু আরেকদিকে ক্যারিবীয়রা উইকেট হারায় নিয়মিত বিরতিতে। অষ্টম ব্যাটসম্যান হিসেবে আউট হওয়ার আগে হজ করেন ৫৫ রান। ২৯ রান তুলতে শেষ ৬ উইকেট হারায় ক্যারিবীয়রা। তাদের শেষ ৫টি উইকেটও নেন উড।

পাটুলি ক্রিকেট একাডেমির মাঠে ঋদ্ধিমান সাহা ক্ষুদে ক্রিকেটারদের ক্রিকেট সংক্রান্ত পরামর্শ দিচ্ছেন।

ফর্ম জি
রিভারব্যাঙ্ক ডেভলপারস প্রাইভেট লিমিটেড-এর জন্য আগ্রহ প্রকাশক ডাক আহ্বান

দক্ষিণ পরগনা, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গে রিয়েল এস্টেট ডেভলপমেন্ট ইন্ডাস্ট্রি পরিচালনকারী
(২০১৬ সালের ইনসলভেন্সি অ্যান্ড ব্যাঙ্করাপ্টসি (ইনসলভেন্সি রেজলিউশন প্রসেস ফর কর্পোরেট পার্সেনস) রেগুলেশনসের রেগুলেশন ৩৬এ-এর সাব-রেগুলেশন (১) অধীনে)

		সংশ্লিষ্ট বিস্তারিত
১.	প্যান এবং সিন/এলএলপি নং সহ কর্পোরেট ডেটরের নাম	রিভারব্যাঙ্ক ডেভলপারস প্রাইভেট লিমিটেড PAN : AADCR7997K CIN : U70101WB2007PTC120037
২.	রেজিস্টার্ড অফিসের ঠিকানা	১ নিউ বাটা রোড, পো. বাটানগর, থানা – মহেশতলা দক্ষিণ পরগনা, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত ৭০০১৪০
৩.	ওয়েবসাইটের ইউআরএল	https://hiland.in/
৪.	যেখানে অধিকাংশ স্থায়ী সম্পদ অবস্থিত	কোম্পানি চালু প্রকল্প নাম "ক্যালকাটা রিভারসাইড" ১ নিউ বাটা রোড, পো. বাটানগর, থানা – মহেশতলা, দক্ষিণ পরগনা, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত ৭০০১৪০
৫.	প্রধান পণ্য/পরিষেবা উৎপাদন ক্ষমতা	প্রযোজ্য নয়
৬.	বিগত আর্থিক বর্ষে প্রধান পণ্য/ পরিষেবা বিক্রির পরিমাণ এবং মূল্য	কার্যাদি থেকে আয় (৩১ মার্চ ২০২৪ তারিখে সমাপ্ত আর্থিক বর্ষের সাময়িক ব্যালেন্স শিট অনুযায়ী) আইএনআর ৫,৪৮৫ লাখ টাকা
৭.	কর্মী/কাজের লোকের সংখ্যা	কর্মী সংখ্যা – ৩৪ (০৩ এপ্রিল ২০২৪ অনুযায়ী)
৮.	বিগত দুই বছরের, বিনিয়োগকারীগণের তালিকা, প্রক্রিয়াগত সংশ্লিষ্ট ঘটনা (শিডিউলড সহ) প্রাপ্ত আর্থিক প্রতিবেদন সহ পরবর্তী	উল্লেখ্য সিআইআরপি ট্যাব https://hiland.in/ বা Riverbankdpl@gmail.com-এ ইমেল পাঠিয়ে সংশ্লিষ্ট তারিখ এবং আগ্রহ প্রকাশক আহ্বানের বিস্তারিত জানা যাবে
৯.	প্রস্তাবক আবেদনকারীগণের যোগ্যতার বিষয় পাওয়া যাবে সংশ্লিষ্ট কোডের ধারা ২৫(২) (এইচ) অধীনে	উল্লেখ্য আগ্রহ প্রকাশক আহ্বান (ইওআই) প্রক্রিয়া নথি পাওয়া যাবে সিআইআরপি ট্যাব https://hiland.in/ বা Riverbankdpl@gmail.com-এ ইমেল পাঠিয়ে
১০.	আগ্রহ প্রকাশক আহ্বান গ্রহণের শেষ তারিখ	১৩ আগস্ট ২০২৪
১১.	সম্ভাব্য প্রস্তাবক আবেদনকারীগণের সাময়িক তালিকা ইস্যুর তারিখ	২৩ আগস্ট ২০২৪
১২.	সাময়িক তালিকার বিষয়ে আপত্তি দাখিলের শেষ তারিখ	২৮ আগস্ট ২০২৪
১৩.	সম্ভাব্য প্রস্তাব আবেদনকারীগণের চূড়ান্ত তালিকা ইস্যুর তারিখ	৭ সেপ্টেম্বর ২০২৪
১৪.	মেমোর‍্যান্ডাম, মূল্যায়ণ ম্যাট্রিক্স এবং প্রস্তাব পরিকল্পনা অনুরোধ ইস্যুর তারিখ	১২ সেপ্টেম্বর ২০২৪ (উপযুক্ত পিআরএ দ্বারা অপ্রকাশিত চুক্তি গৃহীত সাপেক্ষে)
১৫.	রেজোলিউশন প্ল্যান জমা দেওয়ার শেষ তারিখ	১২ অক্টোবর ২০২৪*
১৬.	ইওআই দাখিলের প্রক্রিয়া ইমেল আইডি	Riverbankdpl@gmail.com

*মহামান্য এনসিএলটি কর্তৃক সিআইআরপি-র সময়সীমা সম্প্রসারণ/বাতিলের অনুমোদন সাপেক্ষ

স্বা/-
আশিস ছাউছারিয়া
(IBBI/IPA-001/IP-P00294/2017-18/10538)
প্রস্তাব পেশাদার
রিভারব্যাঙ্ক ডেভলপারস প্রাইভেট লিমিটেড এর পক্ষে
ই : Riverbankdpl@gmail.com
আইবিবিআই নথিভুক্ত : জিটি রিস্ট্রাকচারিং সার্ভিসেস এলএলপি
ইউনিট ১৬০৩ এবং ১৬০৪, ইকো সেন্টার, প্লট নং ৪, রাস্তা নম্বর ১৩, ইএম ব্লক, সেক্টর ৫, বিধাননগর, কলকাতা – ৭০০০৯১
ই : ashish.c@in.gt.com
এএফএ বৈধ ১৪.১২.২০২৪ পর্যন্ত

তারিখ : ২৯ জুলাই ২০২৪
স্থান : কলকাতা

অলিম্পিকে বিস্ময়ের নাম জর্জিয়ার সালুকভাদজে

নিজস্ব প্রতিনিধি: সিদ্ধান্তটা নিয়ে ফেলেছিলেন নিনো সালুকভাদজে। টোকিও অলিম্পিকে অংশ নেওয়ার পরই জর্জিয়ান শুটারের মনে হয়েছিল, অনেক হয়েছে, এবার সময় এসেছে পিস্তলটাকে তুলে রাখার। সালুকভাদজের 'অনেক' আসলেই অনেক ছিল। এই নারী শুটার যখন প্রথম অলিম্পিকে অংশ নেন, পৃথিবীতে সোভিয়েত ইউনিয়ন নামের একটি দেশ ছিল। ১৯ বছর বয়সী সালুকভাদজে সেই সোভিয়েত ইউনিয়নের কাস্তে,সংবলিত লাল পতাকা নিয়েই ১৯৮৮ সালে সিউল অলিম্পিকে খেলতে গিয়েছিলেন।

সেই অলিম্পিকে সালুকভাদজে ২৫ মিটার পিস্তলে সোনা ও ১০ মিটারে রুপা জেতার পর কত কিছু বদলে গেল পৃথিবীতে। কমিউনিজমের পতনে খণ্ডবিখণ্ড হলো সোভিয়েত ইউনিয়ন। সালুকভাদজের মাতৃভূমি জর্জিয়া স্বাধীন হলো। করোনা নামের এক মহামারিতে পুরো পৃথিবী থমকে গেল। কিন্তু এত এত পরিবর্তনেও অপরিবর্তনীয় রইল একটা ব্যাপার;অলিম্পিক মানেই যে শুটিং রেঞ্জে সালুকভাদজের চিরন্তন উপস্থিতি। সিউলের পর বার্সেলোনা, আটালান্টা, সিডনি, এথেন্স, বেইজিং, লন্ডন, রিও ডি জেনিরো, টোকিও;টানা ৯টি অলিম্পিকে অংশ নেওয়ার পরই সালুকভাদজে অবসরের সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন।

কিন্তু সেই সিদ্ধান্তে খুব বেশি দিন অটল থাকতে পারেননি সালুকভাদজে। তিনি পারেননি বাবার শেষ অনুরোধ ফেলতে। 'প্যারিস অলিম্পিক তো মাত্র তিন বছরের দূরত্বে, তুমি কেন সেখানে কোয়ালিফাই করার সুযোগ নেবে না'; মেয়েকে এটাই বলেছিলেন ৯৩ বছর বয়সী বাবা। সালুকভাদজে বাবার অনুরোধ ফেলতে পারেননি। আর তাতেই তো ইতিহাস হলো। সেই সালুকভাদজে কাল শ্যাতোরুতে প্যারিস অলিম্পিকের শুটিং রেঞ্জে ১০ মিটার এয়ার পিস্তলের কোয়ালিফাইং রাউন্ডে অংশ নিয়েই ইতিহাস হলেন।

কানাডার ইকুয়েস্ট্রিয়ান ইয়ান মিলারের সবচেয়ে বেশি;১০ বার অলিম্পিকে অংশ নেওয়ার রেকর্ড ছুঁয়েছেন সালুকভাদজে। সালুকভাদজের মতো অবশ্য মিলার টানা ১০টি অলিম্পিকে অংশ নিতে পারেননি। ১৯৮০ সালের মস্কো অলিম্পিকটা মিলারের কানাডা বর্জন না করলে হয়তো ১১ বার অলিম্পিকে খেলে রেকর্ডটা এখনো একান্তই নিজের কাছেই রাখতে পারতেন ১৯৭২ মিউনিখ থেকে ২০১২ লন্ডন পর্যন্ত ১০টি অলিম্পিকে ঘোড়া নিয়ে কসরত দেখানো মিলার।

সালুকভাদজে যে দশম অলিম্পিক খেলতে যাচ্ছেন, সেটি নিশ্চিত হয়েছিল গত বছরের ইউরোপিয়ান গেমসে। অলিম্পিক শুটিংয়ের বাছাইপর্ব হিসেবেই কাজ করেছিল সেটি।

সেই সালুকভাদজে এবারের অলিম্পিক শুরুর কয়েক দিন আগে বার্তা সংস্থা রয়টার্সের সঙ্গে কথা বলেছেন। সেখানে তিনি বলেছেন, পুরো ব্যাপারটাই কেমন জানি অবিশ্বাস্য মনে হয় তাঁর, '১০টি অলিম্পিক;আমার পুরো জীবন। প্রথম অলিম্পিকের পর এটা আমার ভাবনারও বাইরে ছিল যে আমি ১০টি অলিম্পিক খেলব। (লম্বা সময় টিকে থাকার ব্যাখ্যা নিয়ে) আমাকে হয়তো আস্ত একটা বই লিখতে হবে। তবে মনে হয় প্রতিটি জয়ের পর ভালো লাগার যে অনুভূতি হয়েছে, সেটিই আমাকে প্রতিদিন কঠোর অনুশীলন করতে বাধ্য করেছে।'

নিজেকে নিয়ে কোনো বই লিখলে নিশ্চিত সেটি বাবা ভাকতাংকে উৎসর্গ করবেন নিনো। শুটিংয়ের হাতেখড়িটা যে বাবার হাতেই হয়েছিল। রিও অলিম্পিকে নিনো সালুকভাদজের ছেলে সোতনে মাখভারিয়ানিও অংশ নিয়েছিলেন। একই আসরে মা ও ছেলেকে খেলতে সেবারই প্রথম দেখেছে অলিম্পিক।

কীর্তির পর কীর্তি গড়া সালুকভাদজে জানালেন ২০২১ সালে অবসর নেওয়ার পর কী বলেছিলেন তাঁর বাবা, 'টোকিওর পর সিদ্ধান্ত নিলাম অবসরের। কিন্তু আমার ৯৩ বছর বয়সী বাবা বললেন, ততিন বছর পরেই তো প্যারিস, কেন আরেকবার সুযোগ পাওয়ার চেষ্টা করবে না। আমি ভাবলাম এটাই হয়তো বাবার শেষ অনুরোধ। এরপর সর্বশক্তি নিয়ে আবার ঝাঁপিয়ে পড়লাম। আজ বাবা বেঁচে নেই, তাঁর অনুরোধ রাখতে পেরেই আমি সুখী।'

শুধু বাবার অনুরোধই নয়, ছেলের 'হুমকি'ও শুনেছিলেন সালুকভাদজে, 'আমার ছেলেও হুমকি দিয়েছিল ততুমি হাল ছেড়ে দিলে, আমি কিন্তু হাল ছেড়ে দেখব।'

৩৬ বছরের অলিম্পিক ক্যারিয়ারে ১টি করে সোনা, রুপা ও ব্রোঞ্জজয়ী সালুকভাদজে কাল ১০ মিটার এয়ার পিস্তলে ৩৮তম হয়ে বিদায় নিয়েছেন। তবে তাঁকে দেখার আরেকটি সুযোগ আছে, ২৫ মিটার পিস্তল ইভেন্টটা যে এখনো রয়ে গেছে!

Printed and Published by **Krishnanand Singh** on behalf of **Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd.** Printed at **LS.Publication, 4, Canal West Road, Kolkata 700015** and Published at **1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no. 306(S), Tobacco House, Kolkata- 700001 RNI No. WBBEN/2006/17404,** Phone: 033-4001 9663 email# dailyekdin1@gmail.com **Editor: Santosh Kumar Singh**

নরসিংহ ব্রডকাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে **কৃষ্ণানন্দ সিং** কর্তৃক ১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, ৪র্থ তল, রুম নম্বর ৩০৬ (এস), টোবাকো হাউস, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও এলএস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত। **RNI No. WBBEN/2006/17404,** ফোন-০৩৩-৪০০১ ৯৬৬৩, ইমেল dailyekdin1@gmail.com **সম্পাদক- সন্তোষ কুমার সিং**